রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

ডিসেম্বর-২০২২

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

ডিসেম্বর মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৫১১** টি। নিহত **৬১৯** জন এবং আহত **১১৬২** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৬৩**, শিশু **৮৪**। **২৭৬** টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **২৬৪** জন, যা মোট নিহতের **৪২.৬৪** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **৫৪** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **১১৯** জন পথচারী নিহত হয়েছে, যা মোট নিহতের **১৯.২২** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৮৯** জন, অর্থাৎ **১৪.৩৭** শতাংশ।

এই সময়ে **৪** নৌ-দুর্ঘটনায় **৭** জন নিহত ও **৪** জন নিখোঁজ রয়েছে। **১৬**টি রেলপথ দুর্ঘটনায় **২১** জন নিহত এবং **১৩** জন আহত হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯ টি জাতীয় দৈনিক, **৭** টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্রঃ

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী **২৬৪** জন **(৪২.৬৪%)**, বাস যাত্রী **৩৩**জন, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টর-ট্রলি-ড্রাম ট্রাক-মিক্সার মেশিন গাড়ি আরোহী **৪৬** জন, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার যাত্রী **১৪** জন, থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা) **৯৯** জন, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-ভটভটি-পাখিভ্যান-মাহিন্দ্র-ঘাসকাটা মেশিন গাড়ি) **১৬** জন এবং বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-প্যাডেল ভ্যান আরোহী **২৭** জন নিহত হয়েছে।

দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরনঃ

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **২৪০**টি **(৪৬.৯৬%)** জাতীয় মহাসড়কে, **১৬৫টি (৩২.২৮%)** আঞ্চলিক সড়কে, **৬৬**টি **(১২.৯১%)** গ্রামীণ সড়কে, **৩৫**টি **(৬.৮৪%)** শহরের সড়কে এবং অন্যান্য স্থানে **৫**টি **(০.৯৭%)** সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরনঃ

দুর্ঘটনাসমূহের **৬৯**টি **(১৩.৫০%)** মুখোমুখি সংঘর্ষ, **২৭৩**টি **(৫৩.৪২%)** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **১২১**টি **(২৩.৬৭%)** পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৩৪**টি **(৬.৬৫%)** যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **১৪**টি **(২.৭৩%)** অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যাঃ

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা **৭৫৭** টি। (ট্রাক **১৫৪**, বাস **১১৬**, কাভার্ডভ্যান **২৪**, পিকআপ **৩০**, ট্রলি **৫৫**, লরি **৯**, ট্রাক্টর **৮**, ড্রাম ট্রাক **৭**, পুলিশভ্যান **১**, তেলবাহী ট্যাঙ্কার **১**, গ্যাস সিলিন্ডারবাহী ট্রাক **১**, এক্সাভেটর **১**, মাইক্রোবাস **১৩**, প্রাইভেটকার **১৬**, অ্যাম্বুলেন্স **৭**, র‍্যাবের জীপ **৩**, মোটরসাইকেল **২৮৭**, থ্রি-হুইলার **১৩৭** (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা-মিশুক), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন **৮১** (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-পাখিভ্যান-টমটম-মাহিন্দ্র-চান্দের গাড়ি), বাইসাইকেল **১৭**, প্যাডেল রিকশা **৮** এবং প্যাডেল ভ্যান **১২**টি।

দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণঃ

সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে **১০.১৭%**, সকালে **৩০.৭২%**, দুপুরে **১৮.৫৯%**, বিকালে **১১.৭৪%**, সন্ধ্যায় **৭.৬৩%** এবং রাতে **২১.১৩%**।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যানঃ

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা **২৬.২২%**, প্রাণহানি **২৭.১৪%**, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা **১২.৩২%**, প্রাণহানি **১২.১১%**, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা **১৯.১৭%**, প্রাণহানি **১৭.৭৭%**, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা **১৪.৮৭%**, প্রাণহানি **১৫.০২%**, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা **৬.২৬%**, প্রাণহানি **৫.৪৯%**, সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা **৫.৮৭%**, প্রাণহানি **৬.১৩%**, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা **৯.৯৮%**, প্রাণহানি **১০.৮২%** এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা **৫.২৮%**, প্রাণহানি **৫.৪৯%** ঘটেছে।

ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। **১৩৪**টি দুর্ঘটনায় **১৬৮** জন নিহত। সবচেয়ে কম ময়মনসিংহ বিভাগে। **২৭**টি দুর্ঘটনায় **৩৪** জন নিহত হয়েছে। একক জেলা হিসেবে দিনাজপুর সবচেয়ে বেশি **২৩**টি দুর্ঘটনায় **২৭** জন নিহত হয়েছে। সবচেয়ে কম ঝালকাঠি, লালমনিরহাট, সুনামগঞ্জ ও খাগড়াছড়ি জেলায়।
রাজধানী ঢাকায় **৮**টি দুর্ঘটনায় **৬** জন নিহত ও **১১** জন আহত হয়েছে।

নিহতদের পেশাগত পরিচয়ঃ
গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে পুলিশ সদস্য **৬** জন, র‍্যাব সদস্য **৩** জন, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক **১৪** জন, চিকিৎসক **২** জন, প্রকৌশলী **৩** জন, সাংবাদিক **৪** জন, আইনজীবী **৩** জন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা **১** জন, বিভিন্ন ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী **১৩** জন, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী **১৭** জন, ঔষধ ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিনিধি **২৮** জন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী **৩৪** জন, পোশাক শ্রমিক **৯** জন, রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শ্রমিক **২** জন, ইটভাটা শ্রমিক **২** জন, রং মিস্ত্রি **২** জন, রাজমিস্ত্রি **১** জন, কাঠমিস্ত্রি **২** জন, প্রবাসী **২** জন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা **১৩** জন এবং ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী কলেজের **২**জন ছাত্রসহ সারা দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের **৭৮** জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহঃ
১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা;
৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহঃ
১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে;
৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা পার্শ্ব রাস্তা (সার্ভিস রোড) তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

দুর্ঘটনা পর্যালোচনা ও মন্তব্যঃ
গত অক্টোবর মাসে **৪৬৩**টি সড়ক দুর্ঘটনায় **৫৫৪** জন নিহত হয়েছিল। নভেম্বর মাসে প্রতিদিন নিহত হয়েছেল **১৮.৪৬** জন, ডিসেম্বরে প্রতিদিন নিহত হয়েছে **১৯.৯৬** জন। এই হিসাবে ডিসেম্বর মাসে প্রাণহানি বেড়েছে **৮.১২%**।

দুর্ঘটনায় **১৮** থেকে **৬৫** বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ নিহত হয়েছেন **৫১৩** জন, অর্থাৎ **৮২.৮৭** শতাংশ।

ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপসহ পণ্যবাহী দ্রুতগতির যানবাহন ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বাড়ছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ড্রাইভারদের বেপরোয়া গতিতে পণ্যবাহী যানবাহন চালানো এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও যুবকদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোর কারণে তারা নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে এবং অন্যান্য যানবাহনকে আক্রান্ত করছে। গণপরিবহন সহজ, সাশ্রয়ী ও উন্নত করে, যানজট কমিয়ে মোটরসাইকেল নিরুৎসাহিত করা অতীব জরুরি।

সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে **"সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮"** বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে মূলত সড়ক পরিবহন খাতের নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনার কারণে। এই অবস্থার উন্নয়নে টেকসই গণপরিবহন কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনে: **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**